দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 30 APR 1998
পৃঃ ১ কলাম ৮

বুয়েট পরিস্থিতি

১৩ শিক্ষকের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ ॥ মৌন মিছিল

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর স্থাপত্য বিভাগের ১৩ শিক্ষকের পদত্যাগকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট অচলাবস্থার এখনও অবসান হয়নি। সিন্ডিকেট প্রধানমন্ত্রীর কাছে এ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়ে গতকাল বুধবার চিঠি

(১১ পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

১৩ শিক্ষকের (প্রথম পাতার পর)

পাঠিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক ইতোমধ্যে তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন প্রকাশ করেছেন সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তের প্রতি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এরই মধ্যে উদ্যোগ নিয়েছে পদত্যাগী শিক্ষকদের শূন্যস্থানে নতুন শিক্ষক নিয়োগের। বুয়েটের উপাচার্য ডঃ ইকবাল মাহমুদ গতকাল প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠানোর কথা স্বীকার করেন। জনকণ্ঠের কাছে তিনি উদ্ভূত পরিস্থিতির পটভূমি ব্যাখ্যা করে বলেন, "গত ২৩ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের সময় স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে কিনা—এ বিষয়ে আলোচনা হয়নি। বরং স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকরাই বলেছিলেন— আমরা তো পদত্যাগ করেছি, আমরা শাস্তির ভয় পাই না। তার পরও ১৩ শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোন প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। সিন্ডিকেট তাঁদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছে মাত্র।"

প্রধানমন্ত্রী সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বলার পর পদত্যাগ করতে চেয়েছিলেন কিনা জানতে চাইলে উপাচার্য বলেন, "হ্যাঁ, চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার সহকর্মী শিক্ষকদের অনুরোধের কারণে পদত্যাগ করতে পারিনি।" এদিকে সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে স্থাপত্য বিভাগের ১৩ শিক্ষককে পুনর্বহাল করার অনুরোধকে বুয়েট শিক্ষক সমিতি আখ্যায়িত করেছে 'বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের ওপর অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ' বলে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) শিক্ষক সমিতি বুয়েটের স্বায়ত্তশাসনের ওপর যে কোন হস্তক্ষেপ প্রতিহত করার কথা দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেছে। শিক্ষক সমিতি গতকাল বুধবার বুয়েটের স্বায়ত্তশাসন অব্যাহত রাখার দাবিতে এবং স্থাপত্য বিভাগ সংক্রান্ত প্রশাসনের সিদ্ধান্তের সমর্থনে মৌন মিছিল শেষে এ কথা ব্যক্ত করেছে।

মৌন মিছিল শুরু হয় বেলা সোয়া এগারোটায়। এতে প্রায় পৌনে তিন শ' শিক্ষক অংশ নেন। শিক্ষকদের মৌন মিছিলকে সমর্থন করে বুয়েটের সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী হাততালি দিতে থাকে এবং শতাধিক ছাত্র শিক্ষকদের সাথে মৌন মিছিলে অংশ নেয়। মিছিল শেষে শিক্ষক সমিতির সভাপতি ডঃ আব্দুর রাজ্জাক আখন্দ সকলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডঃ হাসিব মোহাম্মদ আহসান বলেন, সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তের ওপর কেউ হস্তক্ষেপ করলে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। এদিকে একযোগে ১৩ শিক্ষকের পদ শূন্য হওয়ার পর অচলাবস্থা কাটাতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পদগুলোতে শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ নিয়েছে। এ বিষয়ে উপাচার্য জানান, ইতোমধ্যে সহযোগী অধ্যাপক পদগুলোর জন্য নিয়মানুযায়ী পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। অন্য পদ পূরণের জন্য জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণের চিন্তাভাবনা চলছে। তিনি আরও বলেন, যাঁরা পদত্যাগ করেছেন ইচ্ছা করলে তাঁরাও এ পদগুলোতে আবেদন করতে পারবেন। আমরা যোগ্যতমকেই নিয়োগ দেব।

অপরদিকে অব্যাহতি পাওয়া ১৩ শিক্ষক গতকাল এক যুক্ত বিবৃতিতে বুয়েটে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য একটি স্বার্থান্বেষী মহলকে দায়ী করেন। তাঁরা বলেন, 'আমরা যুক্তভাবে স্বাক্ষরের মাধ্যমে পদত্যাগ করেছিলাম। তাহলে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে যুক্তপত্রকে গ্রহণ করা হবে না কেন।' এ বিষয়ে উপাচার্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি জানান, সিন্ডিকেটের পক্ষ থেকে তাঁদেরকে পৃথকভাবে মতামত জানানোর সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। সে নির্দেশ তাঁরা অমান্য করেছেন। প্রশাসনকে সুষ্ঠু ও সাবলীল রাখতে তাঁদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ ছাড়া সিন্ডিকেটের কোন বিকল্প ছিল না। বুয়েটে গতকাল বুধবার স্থাপত্য ছাড়া সকল বিভাগেই স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড চলেছে। মৌন মিছিলের জন্য ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত বিরতি ছাড়া বাকি সময় যথারীতি ক্লাস হয়েছে। বুয়েটের একাডেমিক কাউন্সিল নতুন একাডেমিক প্রোগ্রাম ঘোষণার পর স্থাপত্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা কোর্স কার্ড উঠাতে শুরু করেছে। তবে বুধবার কেউ কার্ড জমা দেয়নি। ছাত্রছাত্রীরা জানিয়েছে, কোর্স রেজিস্ট্রেশন করালেও তারা অধিকাংশই ক্লাস করবে না।